দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

৩৭।

মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য

এসএসসি'র সমমানসম্পন্ন দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পছন্দের কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৈষম্যনীতির শিকার হতে যাচ্ছে। গতকাল দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়, সরকার ঘোষিত ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নতুন নীতিমালা অনুসারে কোন কোন কলেজে ভর্তিও শুরু হয়ে গেছে। নতুন ভর্তি নীতিমালায় বৈষম্য থাকায় এ বছর দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাদ্রাসা বোর্ডের লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর অধিকাংশই তাদের পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ঘোষিত ভর্তি নীতিতে কলেজে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর গ্রেড পয়েন্টের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। একজন স্কুলছাত্র এবং একজন মাদ্রাসাছাত্র উভয়েই অতিরিক্ত বিষয় বাদ দিলে এক হাজার নম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুলছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরকে ৮টি স্লটে এবং মাদ্রাসা ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরকে ৬টি স্লটে ভাগ করার নিয়ম চালু করে প্রতিযোগিতায় মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীকে সুকৌশলে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গ্রেড পয়েন্টে ১০ নম্বর কমিয়ে দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষিত ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতা থেকে ছেটে ফেলার ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার সরকারী নীতির পরিপন্থী। ইতিপূর্বে বছরের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিষয় না দিয়ে অন্য বিষয়ে পড়তে বাধ্য করার খবর বেরিয়েছিল। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তদন্ত সাপেক্ষে এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আর এখন একটি পরিকল্পিত বৈষম্যমূলক ভর্তি নীতিমালা তৈরী করে স্থায়ীভাবে মাদ্রাসা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিষয় পড়া থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার সনদের মান এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার বিষয়টিকে নিয়ে দেশের আলেম উলামারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছেন। অবশেষে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি এবং একটি স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত হলেও, এখন আবার মাদ্রাসা শিক্ষা সঙ্কোচনের নতুন ষড়যন্ত্রের আলামত পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভয়াবহ দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করতে হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও এক শ্রেণীর আমলা ও রাজনীতিবিদ যেভাবে দুর্নীতির অতলগহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন, তার পশ্চাতে নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবদান কম নয়। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয়শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করার পাশাপাশি স্কুলপাঠ্য সকল বিষয়েই পাঠদান করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা তাদের মেধা এবং যোগ্যতারও প্রমাণ রাখতে সক্ষম হচ্ছে। উপরন্তু দু'তিনটি অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষা করে ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবনকে আরো পরিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও পরিশীলিত করার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ছাত্ররা এগিয়ে থাকে। সমাজকে দুর্নীতি ও কলুষমুক্ত করতে পাঠ্যক্রম আধুনিকায়নের পাশাপাশি নীতিদর্শন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা আরো বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্বীকৃত একই মান ও অতিরিক্ত ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণের পরও একজন মাদ্রাসা ছাত্রকে বৈষম্যমূলক ভর্তিনীতির ফাঁদে ফেলে তার উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করার এ চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকার সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেও দেশের একটি শীর্ষ মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্র শুধুমাত্র বৈষম্যনীতির কারণে ইংরেজী বিভাগে ভর্তি হতে পারেনি বলে জানা যায়।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন। সে সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজে ধর্মীয় শিক্ষাকে হেয় এবং অপ্রয়োজনীয় বলে জ্ঞান করার কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে। দেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে ব্যাপক বৈষম্য এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাকে এসব কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করার পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগারকারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে জাতির কোন কল্যাণ তো হতেই পারে না, বরং জাতি এতে আরো পিছিয়ে পড়বে। একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নতুন নীতিমালা পর্যালোচনা করে তা থেকে বৈষম্যমূলক নীতি বাদ দিতে হবে। তা' না হলে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার সকল পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনে ঘাপটিমেরে থাকা কোন সেকুল্যারিস্ট চক্র নেপথ্যে থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ভর্তি নীতিতে বৈষম্য সৃষ্টি করছে কি না তা' যাচাই করে দেখতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করে মেধাবী মাদ্রাসা ছাত্রদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতে হবে।